এপিবি-এর উদ্যোগে এশিয়া এক্সিলেন্সি এডুকেশন লিডারশিপ এওয়ার্ড পুরস্কারে ভূষিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খানকে সংবর্ধনা প্রদান ও বৈজ্ঞানিক সেমিনার অনুষ্ঠিত

এ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিশিয়ান্স অফ বাংলাদেশ (এপিবি)-এর উদ্যোগে এশিয়া এক্সিলেন্সি এডুকেশন লিডারশিপ এওয়ার্ড পুরস্কারে ভূষিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান-কে গত ১ জানুয়ারি ২০১৭ইং তারিখ, রবিবার, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিলন হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা দেয়া হয়। এছাড়া বৈজ্ঞানিক সেমিনারেরও আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অব.) আব্দুল মালিক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ শহীদুল্লাহ সিকদার, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. এএসএম জাকারিয়া স্বপন, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোঃ আলী আসগর মোড়ল। সভাপতিত্ব করেন এপিবি-এর সভাপতি অধ্যাপক ডা. সেলিমুর রহমান। বক্তব্য রাখেন এপিবি-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ডা. সোহেল মাহমুদ আরাফাত। স্বাগত বক্তব্য রাখেন এপিবি-এর সহ-সভাপতি অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ রফিকুল আলম। সঞ্চালনা করেন জ্ঞাপন করেন এপিবি-এর বিজ্ঞান বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক ডা. এস এম মোস্তফা জামান। বৈজ্ঞানিক সেশনে টাইফয়েড জ্বরের উপর বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ডা. মোঃ আব্দুল জলিল চৌধুরী, ডায়াবেটিস ইন স্পেসিফিক ইনফেকশনস-এর উপর অধ্যাপক ডা. খাজা নাজিম উদ্দিন এবং রোল অফ এনওএসি ইন নন-ভালভুলার এএফ-এর উপর বক্তব্য রাখেন ডা. আতিফুর রহমান জেরিন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অব.) আব্দুল মালিক বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান তাঁর দীর্ঘ দিনের বহুমুখী কর্মকাণ্ডের ফলে এ স্বীকৃতি পেয়েছেন। এ স্বীকৃতি ভবিষ্যতে তাঁকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নেবে। তিনি তাঁর বক্তব্যে ক্ষণস্থায়ী মানবজীবনে জাতীয় স্বার্থকে বিবেচনায় রেখে কাজ করার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান।

সংবর্ধিত অতিথি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান বলেন, বিভেদ নয়, কাউকে ছোট ভাবা নয়, সবাইকে যুক্ত করে সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে যেকোনো কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করেছি এবং এখনো তা অব্যাহত আছে। সাবেক আইপিজিএমএন্ডআরকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সদিচ্ছার কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে। তিনি অত্র বিশ্ববিদ্যালয়েকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

অন্য বক্তারা বলেন, নিজ কর্ম ফলে এবং যোগ্যতার ভিত্তিতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান এশিয়া এক্সিলেন্সি এডুকেশন লিডারশিপ এওয়ার্ড পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা, চিকিৎসা সেবা ও গবেষণা কার্যক্রম দুরন্ত গতিতে আরো অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, এশিয়ার শিক্ষা এক্সেলেন্স পুরস্কার একটি অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার। সিএমও এশিয়া, বিশ্ব শিক্ষা কংগ্রেস-এর গবেষণা সহযোগী হিসেবে, এশিয়ার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে যাঁরা তাঁর স্ব স্ব ক্ষেত্রে রোল মডেল এবং দৃষ্টান্তমূলক নেতৃত্ব দিচ্ছেন বা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তাঁদেরকে এ মর্যাদা সম্পন্ন এ পুরস্কারে ভূষিত করে। বেশ কয়েকটি শাখায় এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। যাঁরা অন্যের জীবনে একটা পার্থক্য করেন, যাঁদের কাজ ও দৃষ্টিভঙ্গী সমাজ পরিবর্তনে অবদান রাখে, বিশেষত একটা ইতিবাচক পরিবর্তন বা মূল পার্থক্য তৈরি করছেন তাঁদের এ পুরস্কারের জন্য বিবেচনা করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান ২০১৬ সালে বাংলাদেশে মেডিক্যাল শিক্ষা, চিকিৎসা সেবা ও গবেষণায় তাঁর গতিশীল নেতৃত্বের জন্য এডুকেশন লিডারশিপ এওয়ার্ড পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।